সংবাদ

তারিখ 22 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

উপ সম্পাদকীয়

সংবাদ
Dhaka : Thursday 2

সত্য যে কঠিন

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার জরুরি

মমতাজ লতিফ

আজ বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি তা ঠিক '৭১-এর পাকশাসক ও সেনাদের হাতে বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত, ধর্ষিত বাংলাদেশের হুবহু কপি না হলেও বর্তমান রূপটি প্রায় তার কাছাকাছি। সে কারণে লুণ্ঠিত, বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত ২০০৬-এর বাংলাদেশকে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের মতোই পুরোপুরি নতুন উদ্যমে আবারও শুরু থেকে পুনর্গঠনে নামতে হবে– এতে কারও দ্বিমত নেই। দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী দেশপ্রেমিক রাজনীতিক, আমলা-প্রশাসক, নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্য, সব ধরনের জাতি-হিতৈষী, দরিদ্রবান্ধব পেশাজীবী, কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-শিক্ষক সবার কাছে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে–

* এবার বিদেশী নয়, দেশী লুটেরা-হার্মাদরাই দেশের সব ধরনের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে।
* এবার কোন বিদেশী শাসক নয়, দেশী অপশাসক এবং তাদের অনুগত একটি আমলা দল দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের সব রকম প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে।
* এবার মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাচীন অন্ধ কুশিক্ষাজাত জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা দেশী লুটেরা, নির্যাতক শাসকদের আশ্রয়-প্রশ্রয় লাভ করে গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিক এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাপন্থি শিক্ষক, কবি, লেখক, সাংবাদিক, আইনজীবী হত্যায় মেতে উঠেছিল, যেমন '৭১-এ পাকহানাদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে জামায়াত ইসলামী, ছাত্রসংঘ এবং এর অঙ্গ সংগঠন আলবদর, আল শামস, রাজাকার বাহিনী মুক্তিযুদ্ধপন্থি হত্যায়, বাঙালি নারী ধর্ষণে এবং সম্পদ লুণ্ঠনে মেতে উঠেছিল।

এখন সময় এসেছে প্রাচীন, যুগের জন্য অনুপযোগী মাদ্রাসা শিক্ষার পুরোপুরি সংস্কারের; কেননা বর্তমান যুগে শুধু ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার আয়োজনের মাধ্যমে লাখ লাখ দরিদ্র সন্তানদের আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রেখে তাদের জীবনমান উন্নয়নের যোগ্যতাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, তা নয়, এ শিক্ষার ভেতরে অবস্থান গ্রহণকারী মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা, গণতন্ত্র বিরোধীরা, সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসীরা, বিজ্ঞানের শত্রুরা, মানবিকতা এবং উদার মানবতাবাদ বিরোধীরা ধর্ম শিক্ষার আবরণে অনেক মাদ্রাসায় অবস্থান গ্রহণ করে দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে মধ্যপ্রাচ্যের এবং পাকিস্তানের অর্থ সহায়তায় ধর্মতত্ত্ববিদ আলেমের পরিবর্তে সশস্ত্র খুনি এবং জঙ্গি জালেমের জন্মদান করেছেন যারা শান্তিপূর্ণ দেশকে গ্রেনেড, বোমা, বন্দুক, দা-ছুরির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটি অশান্ত, প্রাণের ঝুঁকিপূর্ণ দেশে পরিণত করেছে। উগ্রধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে তরুণরা যখন নিরস্ত্র মানুষ মারাকে কর্ম হিসেবে গ্রহণ করে এবং এ কাজে ব্রতী হয়ে 'বাঁচলে গাজী, মরলে শহীদ' এই বয়ানের, ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাস স্থাপন করে এখন তারা হয়ে উঠেছে দেশ, জাতি, সমাজ এবং উন্নয়নের শত্রু। অন্যদিকে আজ এ বিপথগামীরা মাদ্রাসা-স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়েও ছড়িয়ে পড়েছে বা পড়তে সক্ষম হয়েছে শুধু ধর্মভিত্তিক রাজনীতি দেশে চালু থাকার কারণে। সুতরাং, শিক্ষাকে যথার্থ মানবসম্পদ সৃষ্টির হাতিয়ারে পরিণত করতে চাইলে সবার আগে দুটি কাজ করে জঙ্গি শিক্ষা ও ধর্মের রাজনীতির অনুসারী সৃষ্টির পথে দুটি প্রধান সহায়ক ক্ষেত্রের মূলোৎপাটন করতে হবে। প্রথমত, জঙ্গি তৈরির কারখানা হিসেবে পরিকল্পিত ও পরিচালিত মাদ্রাসা শিক্ষাকে দেশের সংবিধানের কাঠামোর ভেতরে এনে একে দেশের সব শিশুর অধিকার– অবাধ, বৈষম্যহীন, আধুনিক, শিশুবান্ধব শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে হবে। অপরদিকে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু পর্যন্ত শিক্ষায় ইংরেজি মাধ্যম ব্যবস্থারও সংশোধন ও সংস্কার করা দরকার এবং এ ব্যবস্থাও ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সব শিশুর জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী করতে হবে। ইংরেজি ভাষাও শিখবে এবং বাংলা, গণিত, পরিবেশ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস শেখার ব্যবস্থাও থাকবে।

* দ্বিতীয়ত কোন দেশ, রাষ্ট্র ও জাতি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়তে সক্ষম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির একটি ধারা বলবৎ থাকবে যে ধারা জাতিকে পেছনে টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করে না। এই প্রাচীন যুগের অনুপযোগী ভাবধারার রাজনীতির কারণে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরাও অনেকে একে ধর্মের পক্ষের রাজনীতি মনে করে ভুল করে এতে যুক্ত হয়ে পড়ছে। এ রাজনীতির মগজ ধোলাই পদ্ধতি এতই সুপরিকল্পিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে, বুয়েটে, মেডিকেল কলেজের আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রভাবকে পরাজিত করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরুণ-

তরুণীদের একাংশকে অনুসারী সদস্য হিসেবে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এরা ধর্মের নামে দা-ছুরি-বন্দুক, বোমাবাজি দ্বারা প্রগতিশীল রাজনীতির পক্ষের শক্তিকে খুন, অপহরণ, দৈহিক নির্যাতন, প্রশাসনে জবরদস্তির দ্বারা যে ভীতিকর শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, তারই ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষিত তরুণরাও 'বাঁচলে গাজী, মরলে শহীদ'– এ আত্মঘাতী এবং জাতির উন্নয়ন বিরোধী তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে। এরই ফলে চবি, রাবিসহ অসংখ্য সাধারণ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এদের

সিঙ্গে

৫০ হাজার টাকা

প্রতিনিধি, গৌরনদী

গৌরনদী উপজেলা প্রশা
টরকী বন্দরের মেসার্স ব
অভিযান চালিয়ে আড়াই
সেভেন আপ (কোমল প
(মাংগো জুস) জব্দ করে
মেয়াদোত্তীর্ণ কোমল পা
সরবরাহ করায় এজেন্ট
৫০ হাজার টাকা জরিমা
গত মঙ্গলবার বাসস্ট্যান্ডে
দোকানে পানীয় সরবরা
মালিকরা সেভেন আপের
মেয়াদোত্তীর্ণ সিল দেখে
মালিকরা থানা পুলিশকে
পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে
ভর্তি ভ্যানটি আটক করে
বিক্রয় প্রতিনিধি পালিয়ে
ইউএনও মো. রফিকুল
বন্দরে কবির ব্রাদার্সের
অভিযান চালিয়ে আড়াই
মেয়াদোত্তীর্ণ কোমল পা
৫০ হাজার টাকা জরিমা

সিনেমা হল

প্রতিনিধি, দেবিদ্বার (কু

অশ্লীল সিনেমা প্রদর্শন ক
গাজীরহাট আনন্দ সিনেম
করেছে যৌথ বাহিনী। এ
গ্রেফতার এবং বিপুল প
পোস্টার উদ্ধার করা হয়
ইউপি চেয়ারম্যান আবু
আনন্দ সিনেমা হলটি ভা
এক ব্যক্তি পরিচাল
সছিলেন। ওই হলে প্র
র্শন করা হতো। গো
মঙ্গলবার দুপুরে
কর্মকর্তা মুহিবুজ্জামানের
পুলিশ সদস্যরা সিনেমা
চালায়। এ সময় ৭টি ব্লু
অশ্লীল পোস্টার জব্দ কর
(৫০), জাভেদ (৩৫)
নামে ৩ কর্মচারীকে গ্রেফ

যুবক আটক

প্রতিনিধি, শিবচর (মাদা

গত সোমবার বিকেলে
বাহিনীর হাতে এক যুব
হয়েছে। পুলিশ জানায়,
বিকেলে শিবচর উপজে
গ্রাম থেকে যৌথ বাহিনী
মনির হোসেন (৩৫) ন
এক যুবককে আটক ক
পারিবারিক ও জমিজমা
মামলায় গ্রেফতার দেখি
পুলিশ আটক মনিরকে
জেল হাজতে পাঠিয়ে

ওসি স্ট্যান্ড রি